কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

উশর

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

উশর

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এম পি

প্রকাশনায়

আল ইসলাহ্ প্রকাশনী

মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

০১৭১৫০১৬৮৫৮

প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় প্রকাশ- জুলাই- ২০০৯

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

টঝঅজ- ই্য চৎড়ভ. গঁলরনঁৎ জধযসধহ, ঊী,গচ অষ-ওংষধয চৎড়শধংড়হর, গড়যরংযধষনধৎর, এড়ফধমধৎর, জধলংযধযর, ইধহমষধফবংয. ২হফ চঁনষরপধঃরড়হ: ঔঁষু ২০০৯, ঋরীবফ চৎরপব- ১৫.০০ ঞধশধ ঙহষু.

সূচীপত্র

১. ভূমিকা
২. উশর কি?
৩. উশর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারনা
৪. আল্লাহর নির্দেশে জুলুম নেই
৫. যাকাত ও উশর দুটিই ফরজ
৬. খনিজ ও তৈল সম্পদে উশর
৭. ফল-ফসলের উশর না দিলে সীমালংঘনকারী
৮. যাকাত নেই যে পরিমাণে
৯. পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে উশর নেই
১০. ফিকহ মুহাম্মদীর বক্তব্য
১১. পরিমাণ যাই হোক উশর দিতে হবে
১২. হিসেব করে উশর আদায় করতে হবে
১৩. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ
১৪. উশর বের করার দুটি নিয়ম
১৫. কি পরিমাণ হলে উশর দিতে হবে
১৬. উট, গরু, ছাগল, মুরগী, মাছ, পাখীর উশর
১৭. শেয়ার,প্রভিডেন্টফান্ড,বন্ড,হাউজিং,স্টকএর যাকাত
১৮. উশর যাকাত গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন
১৯. খাজনা ও উশর
২০. খাজনা দিলেও উশর মাফ হবে না
২১. উশরে কৃষিব্যয় কর্তন না করা
২২. বিক্রি-সঞ্চয় যোগ্য ফসল-ফল গোখাদ্যের উশর দেয়া

২৩. ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত-মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী
২৪. মুসলমান মালিকানাভুক্ত জমিই উশরযোগ্য
২৫. সন্দেহ দেখা দিলেও উশর দেয়াই নিরাপদ
২৬. রাজস্ব-খাজনা দিলেও যাকাত উশর আদায় হবে না
২৭. সর্বাবস্থায় উশর বা অর্ধ উশর বাধ্যতামূলক
২৮. উশর যোগ্য ফসল কি কি
২৯. ফিকহুয যাকাতের বক্তব্য
৩০. আম, আপেল জাতীয় ফসলের উশর
৩১. প্রতিটি কৃষি উৎপাদনে উশর ফরজ
৩২. আহলে হাদীস মতে
৩৩. উশর ও যাকাতের পার্থক্য
৩৪. দাওয়াতের সাথেই উশরও যাকাতের নির্দেশ
৩৫. উশরের অর্থ খরচ করার খাত
৩৬. দানের ক্ষেত্রে হিংসাও করা যায়
৩৭. উশর যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে
৩৮. উশর যাকাত ফান্ডে কত টাকা আসতে পারে
৩৯. সার সংক্ষেপ
৪০. প্রামাণ্য গ্রন্থ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম।

দীর্ঘ দিন ধরে উশর এর উপর পড়াশুনা করে ও প্রায় এক যুগ ধরে মায়দানে দ্বীন কায়েমের জন্য উশর সংগ্রহের অভিযানে জড়িত থেকে মনে করেছিলাম উশর এর উপর একটি বই জাতির সামনে উপস্থাপন করব। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে এ প্রচেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি- আলহামদুলিল্লাহ।

উশর প্রদান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরজ হুকুম। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের অনুপস্থিতির ফলে হুকুমটি দেশের বেশীর ভাগ জনগণের কাছে তা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এ ফরজ হুকুমটির পূণর্জীবনের লক্ষ্যে বইটি লিখলাম। যতদিন দেশের সরকারী ব্যবস্থাপনায় এ ফরজ হুকুমটি বাস্তবায়ন না হবে ততদিন জনগণের কপালে সুফল আসবে না। যত দ্রুত ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হবে তত দ্রুত এর সফল বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করি। সে জন্যই যারা এ বইটি অধ্যয়ন করবেন তাদের কাছে আকুল আবেদন নিজেরা এ আমল শুরু করে এখন থেকেই জনগণকে এর সফল পৌছে দেয়ার জন্য ময়দানে নেমে পড়বেন আশা করি। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তা সংশোধনে সহযোগীতা করবেন।

দীর্ঘদিন হল বইটির সংস্করণ শেষ হবার কারনে দ্বিতীয় সংস্করন ছাপানোর দাবী আসছিল। বিভিন্ন কারনে ছাপাতে দেরী হয়ে গেল। পাবনা জেলা আমীর জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম ভায়ের অনুরোধে ও পরামর্শে কিছু জরুরী সংশোধনী ও সংযোজন করে দ্বিতীয় সংস্কার বের করা সম্ভব হল এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদয় করছি- আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা পাবনা জেলা আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম ভাই সহ আমাদের সকলকেই উত্তম যাযাহ (পুরস্কার) দান করুন।

আল্লাহ আমাদের সকলকেই ক্ষমা করুন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালানোর তওফীক দিন- আমীন।

মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি

উশর কি

আরবী আসারা শব্দ থেকে উশর শব্দটির উৎপত্তি। আরবী ভাষায় আশারা শব্দের অর্থ দশ, আর উশরুন শব্দের অর্থ দশ ভাগের একভাগ। উশর হলো জমি থেকে উৎপন্ন ফসল ফলাদির যাকাত।

উশর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

ইসলামী আইন কানুন চালু না থাকায় জীবনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভুল ধারণার জন্ম হয়। ভুল ধারণা দীর্ঘদিন সময় পেয়ে তার শিকড় মজবুত করে ফেলে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পেয়ে তা ফুলে ফলে শোভিত হতে থাকে। এমন কি ইসলামী রং চং মেখে ইসলাম বিরোধী কাজটি ইসলামী কাজ রূপে অবাধে চলতে থাকে। কোরআন হাদীসের জ্ঞান ঠিক মত না থাকার কারণেই এ ধারণা বাসা বাঁধতে থাকে।দুটি ধারনা বেশ চালু আছে-

১. ইসলামী রাষ্ট্র হলেই কেবল উশর দিতে হবে

২. খাজনা দিলে উশর দেয়া লাগবে না

দুটি বিষয়ে ই কিছু আলোচনা এখানে করা হল-

প্রথমতঃ উশর সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন ইসলামী রাষ্ট্র হলেই কেবল উশর দিতে হবে। যতদিন ইসলামী রাষ্ট্র না হবে ততদিন এ ফরজ থেকে তারা মুক্ত। এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামী রাষ্ট্র না হয়েও যদি নামাজ পড়তে হয়, যাকাত দিতে হয়, তবে কেন উশর দিতে হবে না? আল্লাহর নির্দেশ . অ-আকিমুস সালাত.... বলে যেমন নামাজ কায়েম ফরজ ... অ-আতুজ্জাকাত... বলে যেমন যাকাত ফরজ তেমনি ...অ-আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি.... বলে ফসল মাড়ায়ের দিনে উশর আদায় করাও ফরজ।

দ্বিতীয়তঃ উশর সম্পর্কে কেউ বলেন, যেহেতু সরকার জমির খাজনা নেয় তাই তার উশর দেয়া লাগবে না। এখানে চিন্তা করা দরকার জমির খাজনা দেয়া এটা মানুষের নির্দেশ, আর জমির উৎপন্ন ফসলের উশর দেয়া আল্লাহর নির্দেশ। আমরা কার নির্দেশ মানব- মানুষের না আল্লাহর? মুসলমান হলে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নিতে হবে। যাকাত যেমন আয়কর দিলেও মাফ হয় না, যাকাত ফরজ থেকেই যায়, তেমনি জমির খাজনা দিলেও ফসলের উশর মাফ হয় না, উশর দিতেই হবে।

আল্লাহর নির্দেশে জুলুম নেই

আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে কোন জুলুম নেই, কিন্তু মানুষের নির্দেশের মধ্যে জুলুম আছে। যেমন জমিতে ফসল হলে উশর দাও, ফসল না হলে কোন উশর নেই, কিন্তু খাজনা? জমিতে ফসল হলে খাজনা দিতে হবে- না হলেও খাজনা দিতে হবে। অনেক সময় গরীব লোক ঘরের ঘটিবাটি বিক্রি করে সুদসহ খাজনা দিতে বাধ্য হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা জুলুম। উশরে কোন জুলুম নেই-ফসল হলে দাও, না হলে না দাও।

যাকাত ও উশর দুটিই ফরজ

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতে বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ
أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم
بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

“হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের পবিত্র উপার্জন হতে খরচ কর এবং তোমাদের জমি হতে যে ফসল উৎপন্ন করি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।এরুপ হওয়া উচিত নয় যে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য নিকৃষ্টতম জিনিষগুলো বেছে নিতে চেষ্টা করবে, কেননা সেই জিনিষই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবে না ।”

আয়াতটিতে দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে-

১. একটি যাকাত ও

২. অপরটি উশর।

যাকাত দিতে হবে পবিত্র উপার্জন থেকে আর উশর দিতে হবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসল হতে। যেহেতু এখানে খরচ করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেহেতু যাকাত ও উশর দুটিই ফরজ।

উশর একটি আর্থিক এবাদাত। আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানার নামই এবাদত। অর্থনৈতিক হুকুম মেনে চলা একটি আর্থিক এবাদত। ’আর উহার হক আদায় করে দাও উহার কাটাই মাড়াই-এর দিনেই’। যেহেতু আল্লাহ ওশর বের করার হুকুম দিয়েছেন অতএব এটি একটি ফরজ এবাদাত।

খনিজ ও তৈল সম্পদে উশর

এখানে উশর প্রসংগে জমির কেবল উৎপন্ন ফসলই নয়, জমির গভীরে লুকায়িত ধন-সম্পদ, খনি, তৈল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ফরজ এর কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে আল্লাহর হক আদায় করার সুস্পষ্ট নীতিমালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। শুধু তাই নয় বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন।

ফল-ফসলের উশর না দিলে সীমালংঘনকারী

সুরা আল আনয়াম এর ১৪১ নং আয়াতে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে-

۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ
وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ
مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ
وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন নানা রকমের লতা ও বৃক্ষের বাগান, খেজুরের বাগান, রকমারি খাদ্য ফসলের ক্ষেত, যাইতুন ও ডালিমের গাছ-যা দেখতে এক রকম ও স্বাদে বিভিন্ন রকমের।তোমরা গাছের ফল-ফসল থেকে খাও যখন উহা ফল ফসল দিবে। আর উহার হক আদায় করে দাও উহার কাটাই মাড়াই-এর দিনেই। এ ব্যাপারে সীমা লংঘন কর না কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভাল বাসেন না।"

উল্লেখ্য যে আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে-

১. প্রথমতঃ ফসলের মালিককে খাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যিনি ফসল ফলাবেন তাঁর প্রথম অধিকার তিনি তা থেকে খাবেন।
২. দ্বিতীয়তঃ উহার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফসল মাড়ায়ের দিনে

উহার হক বলতে উশর প্রদানের নির্দেশই দেয়া হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু ফসলের উশর দেয়া নিঃসন্দেহে ফরজ।

৩. তৃতীয়তঃ আরও একটি কথা ফলমূলেও উশর বের করার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সে জন্য আমাদের দেশের ফলের উশর বের করার জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

এই আয়াতে কি পরিমাণ হক আদায় করতে হবে তা বলা হয় নাই। এ ব্যাপারে 'পরিমাণ' ও আদায়ের নিয়ম রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হাদিসের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তা হচ্ছে ফসলের উশর কাটাই মাড়াই করার সংগে সংগে বের করে দিতে হবে।

উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে এটা সু-স্পষ্ট যে ফসল মাড়াই করে উশর বের না করে গোলা বা কুঠীতে জমা করা যাবে না। ফসল কাটতে হবে, মাড়াই করতে হবে এবং হিসাব করে উশর বের করে দিতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে এখানে উশর বের না করাকে সীমা লংঘন বলা হয়েছে। অতএব যারা উশর বের করে না তারা সীমা লংঘনকারী।

যাকাত নেই যে পরিমাণে

১. পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই

২. চল্লিশটির কম ছাগলে যাকাত নেই

৩. দুইশত দিরহাম মূল্যের রোপ্যের (টাকার)কমে যাকাত নেই

৪. মধ্যম মানের মাল যাকাত বাবদ গ্রহন করতে হবে- (ইসলামের যাকাত বিধান) পৃঃ ১৮৮

পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে উশর নেই

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসাঈ গ্রন্থে উল্লেখিত একটি হাদীস আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যাতে বলা হয়েছে-

পাঁচ ওয়াসাক খেজুর বা বীজ দানার কম পরিমাণে উশর নেই। হিজাজী ওজন অনুযায়ী পাঁচ ওয়াসাক সমান প্রায় বিশ মন। অন্য বর্ণনায় প্রায় আঠাশ মন। আলোচ্য হাদীসের আলোকে যার অন্ততঃ বিশ মন ফসল উৎপন্ন হবে তাকে উশর দিতে হবে।

উশরের নিসাব

অধিকাংশ ইমামের মতে উশরের নিসাব "পাচ ওয়াসাক"। জমির ফসলের পরিমান "পাচ ওয়াসাক" হলে তার উশর আদায় করতে হবে।
"পাচ ওয়াসাক হলে ফসল মাড়ায়ের দিন উশর বের করে দিতে হবে। ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়। এক সা' প্রায় পৌণে তিন সের ওজন হলে পাঁচ ওয়াসাকে প্রায় ২০ মন ওজন হয়। ২০ মন ফসল হলে তাতে উশর বের করতে হবে।"
(ফিকাহ মুহাম্মদী পৃষ্ঠা- ১১০)

পরিমান যাই হোক উশর দিতে হবে

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর মতে জমির ফসল ফলাদিতে ন্যূনতমকোন পরিমাণ নেই। জমি থেকে যাই উৎপন্ন হোক এবং যে পরিমানই উৎপন্ন হোক তাতে উশর বের করে দিতে হবে। যেসব হাদীসে পাঁচ ওয়াসাক নেসাবের উল্লেখ আছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে উহা ব্যবসায় পণ্যের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুঃখজনক হলো যে ইমাম আবু হানীফা

(রহঃ) এর মতের অনুসারীগণের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অংশ উশর আদায়ের ব্যাপারে এখনও পিছনে রয়ে গেছেন।

হেদায়া ১মখন্ড- ১৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الخضروات عندهما عشر "

"ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কম বেশী যাই হোক না কেন, তার উশর আদায় করতে হবে। চাই তা সেচের মাধ্যমে কিংবা বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হোক। তবে বাঁশ, বেত, লাকড়ী ও ঘাষের উশর দিতে হবে না। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন অপচনশীল ফসল যা সংরক্ষণ করা যায় তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক হলে কেবল তখন তার উপর উশর ওয়াজিব হবে।"

হিসেব করে উশর আদায় করতে হবে

আমাদের সমাজে কিছু ধারণা এমন আছে যে, ফসল কাটাই মাড়াই করে গোলাজাত করে ফেলে এবং ফকির মিসকিনকে অল্প করে দিতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে মনে করে যে, উশর দেয়া হয়ে গেল। কেউ তো এভাবে বলে যে, যা দেয়া হয়েছে তা উশর এর চেয়ে বেশী দেয়া হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে জেনে রাখতে হবে, হিসাব করে উশর আদায় করতে হবে। কেউ যদি হিসাব করে উশর বের না করে বা দান করতে করতে তা সব শেষ করেও ফেলে তবু তার উশর আদায় হবে না। যেহেতু সে হিসাব করে উশর বের করেনি সেহেতু সে

আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করেছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী মেপে উশর দশ ভাগের এক ভাগ বা নিসফে উশর- বিশ ভাগের এক ভাগ বের করেনি সেহেতু সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ লংঘন করেছে। কুরআন সুন্নাহর বিধান লংঘনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান অনুযায়ী সময়মত ও পরিমাণ মত নামাজ আদায় না করে যদি এক সাথে দিনে বা রাতের কোন এক সময়ে দিনের সকল নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ আদায় হবে না। তিনি যখন যে পরিমাণ এবং যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তখন, সে পরিমাণ ও সেভাবে তা আদায় করতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান।

উল্লেখ্য যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো প্রয়োজনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.কে আংগুর ও খেজুরের বাগানে অনুমান করে যাকাত নির্ধারন করতে পাঠাতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. অনুমান করার বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমাপ সম্ভব না হলে অনুমানের ভিত্তিতে হলেও উশর ও যাকাত আদায় করতে হবে। এখানে উশর ও যাকাত বের করার গুরুত্ব কত বেশী সে কথাই প্রমাণ করে।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময় অর্থনৈতিক ইবাদাত যাকাতকে অস্বীকার করে কিছু লোক তা দিতে নারাজ হয়েছিল। ইতিহাসে এদেরকে মুনকেরীনে যাকাত বা যাকাত অস্বীকারকারী বলা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর একটি ফরজ অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় যারা যাকাত দিয়েছিল তারা যদি আজ একটা উটের রশির যাকাত দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব।

উশুর বের করার দু'টি নিয়ম

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

....

বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির ফসলে উশর দশ ভাগের এক ভাগ, আর সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সিক্ত জমির অর্ধ উশর- বিশ ভাগের এক ভাগ।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত উৎপাদনশীল জমি বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয় কোন রকম সেচ কার্যের প্রয়োজন হয না এমন জমি থেকে যে ফসল পাওয়া যাবে তার দশ ভাগের একভাগ উশর হিসাবে আদায় করতে হবে। কোন রকম কার্পণ্য করা চলবে না। মনে রাখতে হবে ফসল মাড়াইয়ের দিনই উশর বের করতে হবে।

আর যে সমস্ত জমি সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সিক্ত করতে হয়, পানি সেচ না দিলে জমিতে ফসল হয না, সে সমস্ত জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধ-উশর - বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে।

এ হাদীস অনুযায়ী জমির ফসলকে দুই ভাগে করে নিতে হবেঃ

১. যে সমস্ত জমি বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয় ও তার দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয় সে গুলোতে দশ ভাগের এক ভাগ উশর দিতে হবে।

২. বাকী যে সমস্ত জমিতে সেচ ব্যবস্থা ছাড়া ফসল হয় না যেমন- আমন ধান, ইরি ও বোরো ধান এগুলোতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফে উশর) দিতে হবে।

এসব জমিতে যদি কখনও তাকমত আসমানের পানি দ্বারাই ফসল হয়ে যায়, সেচ ব্যবস্থা না লাগে তবে তখন দশ ভাগের একভাগ উশর বের করতে হবে।

কি পরিমাণ হলে উশর দিতে হবে

পবিত্র কুরআনে ফসলের উশর ফরজ বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ হলে উশর ফরজ হবে তা বলে দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে জমি থেকে যা উৎপন্ন কর তা থেকেই ফসল মাড়ায়ের দিনেই বের করে দাও।

আল কুরআনের সূরা বাকারা ২৬৭ নং আয়াত ও সূরা আনয়ামের ১৪১ নং আয়াতের দলীল অনূযায়ী উৎপাদিত ফসল ফলাদি থেকে উশর দিতে হবে। এ ব্যাপারে ‘পরিমাণ’ ও আদায়ের নিয়ম রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হাদিসের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে যাকাত বের করার যে নিয়ম ইসলাম বলেছে এবং যে সমস্ত বস্তু বা মুদ্রা নেছাব পরিমাণ হলে যাকাত দেয়া ফরজ তা এখানে দেখানো হলঃ-

নং	সম্পদের প্রকৃতি	নেছাব	%	মন্তব্য
১	স্বর্ণ	৯২ গ্রাম	২.৫%	ব্যক্তিগত
২	রোপ্য	৫৯৫ গ্রাম	২.৫%	ব্যক্তিগত
৩	নগদ টাকা পয়সা	স্বর্ণ বা রোপ্যের	২.৫%	বর্তমান

		মুল্যমান		মূল্য
৪	জমির উৎপাদিত ফসল	পাঁচ ওয়াসাক ৬৭৫ গ্রাম	১০%	প্রাকৃতিক বৃষ্টি
৫	জমির উৎপাদিত ফসল	পাঁচ ওয়াসাক ৬৭৫ গ্রাম	৫%	কৃত্রিম সেচ
৬	ব্যবসায়িক দ্রব্য	স্বর্ণ বা রোপ্যের মুল্যমান	২.৫%	বর্তমান মূল্য

(দেখুন- িি.রিংষধসরপাড়রপব.পড়স)

উট, গরু, ছাগল, মুরগী, মাছ, পাখীর উশর

গরুর ক্ষেত্রে-

৩০টি গরুর জন্য এক বছর বয়সী ১টা বাছুর দিতে হবে।

উটের ক্ষেত্রে-

১. ৫টি উট হলে ১টি ছাগী যাকাত দিতে হবে

২. ১০ টি উট হলে ২টি ছাগী যাকাত দিতে হবে

ছাগলের ক্ষেত্রে-

৪০-১২০ টি ছাগলের জন্য ১টি ছাগী যাকাত দিতে হবে

১২১-২০০ টি ছাগলের জন্য ২টি ছাগী যাকাত দিতে হবে

২০১- ৩০০ টি ছাগলের জন্য ৩টি ছাগী যাকাত দিতে হবে

মুরগী, মাছ, পাখী এর ক্ষেত্রে মূল্য হিসেব করে যাকাত দিতে হবে। মুরগী, পাখী, মাছ ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের জন্য যেহেতু এসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম নেই তাই ব্যবসায়ী মাল হিসেবে বাজার মূল্য অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত বের করবেন (মুদ্রা দিয়ে)।

শেয়ার,প্রভিডেন্টফান্ড,বন্ড,হাউজিং,স্টক..এর যাকাত

একজন মুসলমান হিসেবে যাকাত-অব্যাহতি নয়, নেকীর মানষিকতা নিয়ে যাকাত দিতে হবে। আধুনিক জগতে বিভিন্ন

ফরমে ব্যবসা চলে যেখানে যাকাত দিতে হবে। নিম্নে অর্থ সংক্রান্ত ব্যবসা যেমন-

১.ব্যাংকের শেয়ার, ২.চাকুরীর প্রভিডেন্টফান্ড, ৩.সরকারী বন্ড, ৪.ব্যবসায়ী ভিত্তিক হাউজিং, ৬.ব্যবসায়ের স্টক সহ বিভিন্ন বিষয়ে যাকাত হিসাব মত বের করতে হবে। কিভাবে যাকাত দেয়া যায়, নেকী পাওয়া যায় এ চিন্তাই হিসেব করতে হবে। কিভাবে যাকাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এমন চিন্তা বাদ দিতে হবে।

উশর যাকাত গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন

উশর যাকাত আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে-

১.খনিজ সম্পদ গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান-রিকাজ-১/৫ অংশ

২.শস্য ও ফলমুল গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান-১০%বা ৫%

৩.গবাদীপশু গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান- উট, গরু,মহিষ ছাগল, মুরগী, মাছ, পাখী ইত্যাদি এ পর্যায়র পশুর বিশেষ ধরনের হিসাব আছে।

৪.নগদ সম্পদ ওব্যবসাপণ্য গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান-২.৫%

খাজনা ও উশর

সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত খাজনা জমির মালিকানা ভিত্তিতে হয়, ফসলের উশর মালিকানার ভিত্তিতে হয় না। তাই জমির সম্পূর্ণ খাজনা শুধু তার মালিকের কাছ থেকেই মালিকানার ভিত্তিতে আদায় করা হয়। কিন্তু যে চাষী জমির মালিক নয় তার নিকট থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় না। তা ছাড়া জমিতে ফসল উৎপাদন হোক বা না হোক সরকারী খাজনা দিতেই হয়। অপর দিকে উশর জমির ফসলের মালিকানার ভিত্তিতে ফরজ

করা হয়েছে। তাই কোন মুসলিম জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন কারণে তার ফসল না পায় তবে তার উপর উশর ফরজ হয় না। আবার কোন মুসলিম চাষী যদি জমির মালিক নাও হয় সে যদি তার ফসল পায় তবে সেই ফসলের মালিক হবার কারণে উশর দান করা তার উপর ফরজ হয়। তা ছাড়া খাজনা মুসলিম অমুসলিম উভয়ের উপর আরোপ করা হয়। কিন্তু উশর শুধু মুসলিমদের উপর ফরজ করা হয়েছে। ইসলামে মুসলিমদের উপর উশর এবং অমুসলিমদের উপর খারাজ আরোপ করা হয়েছে।

খাজনা দিলেও উশর মাফ হবে না

উপমহাদেশীয় ভূমি উশরযোগ্য না খারাজযোগ্য তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও বাদানুবাদ চলে আসছে। তবে এতদঞ্চলের হানাফী ও আহলে হাদীসসহ সকল মাযহাবের মান্যগণ্য আলেমদের ফতোয়া অনুসারে মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিতে উশর দেয়াই সঠিক ও সাবধানী পন্থা। নিজ ভূমি থেকে ফসল অর্জনকারী মুসলমান মাত্রই কুরআনের নির্দেশ 'আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি' অর্থাৎ "ফসল ঘরে তোলার দিন ফসলের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও" অনুসারে উশর দিতে সর্বাবস্থায় বাধ্য।

জমির ওপর আজকাল যে কর ধার্য করা হয়ে থাকে, তার পেছনে খারাজ বা উশরের চেতনা বিন্দুমাত্রও কার্যকরী নেই। এ করকে উশর বা খারাজ নাম দিয়ে কোন ভূ-স্বামী যদি উশর দিতে অস্বীকার করতে পারে তাহলে একই পন্থায় একজন পূঁজিপতি এবং শিল্পপতিও বলতে পারে যে, আমি আমার পূঁজি বা সম্পদের ওপর যে বিভিন্ন ধরণের কর দিয়ে থাকি, তাতেই আমার যাকাত আদায় হয়ে যায়। এর ফল দাঁড়াবে এই যে,

সরকারের প্রাপ্য সরকার ঠিকই পেয়ে যাবে, কেবল আল্লাহর প্রাপ্যটাই বাকী থেকে যাবে। তাই কর বা খাজনার বাহানা দিয়ে উশর বের করা থেকে মাফ পাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ফসল থেকে খাজনা কাটা যেতে পারে কিন্তু উশর প্রদান বন্ধ করা যাবে না। উশর বের করে মাল হালাল করতে হবে। তাই সতর্কতা ও খোদাভীতির দাবী হলো, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের খাতিরে ফসলী জমির মালিক মুসলমান মাত্রই যেন উশর দিয়ে দেয়। (রাসায়েল ও মাসায়েল দ্রষ্টব্য)

উশরে কৃষিব্যয় কর্তন না করা

সেচ করের ব্যাপারে বলা চলে যে, এটাও উশরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। তবে এর কারণে উশর অর্ধেকে নেমে আসবে। (অর্থাৎ এক দশমাংশের পরিবর্তে এক বিংশতি অংশ দিতে হবে।) অবশ্য হিসাব করার সময় মোট উৎপন্ন ফসল থেকে সেচ কর বাদ দেয়া যাবেনা। কারণ কৃত্রিম সেচের কায়িক ও আর্থিক ব্যয়ের ব্যাপারটা বিবেচনা করে শরীয়ত নিজেই উশরের অর্ধেক রেয়াত দিয়েছে। এখন একদিকে উশরও অর্ধেক দেয়া হবে আবার উশর হিসাব করতে গিয়ে সেচ করও বাদ দেয়া হবে, এটা ঠিক নয়। তবে উশর দেয়ার আগে খাজনা কর্তন করা যেতে পারে।

বিক্রি-সঞ্চয় যোগ্য ফসল-ফল গোখাদ্যের উশর দেয়া

ভূমিতে উৎপন্ন পশুখাদ্য-যা কেটে বিক্রিও করা যায়, সঞ্চিত করেও রাখা যায়, তারও এক দশমাংশ পরিমাণ উশর দেয়া উচিত। হানাফী মাযহাব অনুসারে প্রত্যেক কৃষিজাত দ্যব্যের উপর উশর দিতে হয়। তবে যেসব জিনিস ইচ্ছা করে বোনা

রোপন করা হয়না কিংবা যার কোনই মূল্য নেই, যেমন বিভিন্ন রকমের আত্মজ ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি এ সবের উপর কোন উশর নেই। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৬৭)।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামতঃ

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী- উশর প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। "ইসলামে জমির ফসলের যাকাতকেই উশর বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইজমা অনুযায়ী সোনা রুপা ও অন্যান্য সম্পদের যাকাতের মতই উশর (ফসলের দশভাগের এক ভাগ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ) প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

"বিজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবীদদের মতে প্রত্যেক জমির ফসলের উপর দান করা ফরজ। তাদের মতে কোন মুসলিমের মালিকানাধীন জমির খাজনা দেয়ার কারণে উশরের হুকুম বাতিল হয়ে যায় না; বরং যথারীতি বহাল থাকে।"

উল্লেখ্য যে, উশর হলো মাড়ায়ের দিনেই উৎপন্ন ফসল থেকে বের করা একটি ফরজ। আর যাকাত হলো পূর্ণ এক বছর ধরে ঘরে জমা থাকা নেসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে বের করা একটি ফরজ। (দ্রষ্টব্যঃ উশর -মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী)

যাকাত ও উশর ইসলামী অর্থনীতির দুটি মজবুত খাত। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য এ দুটো খাতকে জীবন্ত না রাখলে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা অসম্ভব।

মুসলমান মালিকানাভুক্ত জমিই উশরযোগ্য

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী সাহেবের "ইসলাম কা নিযামে আরাযী" (ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা) নামক গ্রন্থের ১৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন-

"পাকিস্তান সরকার অমুসলিমদের পরিত্যাক্ত যেসব জমি মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছে, সেগুলো সব উশরযোগ্য জমি। পাকিস্তান হওয়ার আগে এসব জমির অবস্থা যে রকমই থাক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও উভয় দেশের সরকারের ভূসম্পত্তি বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তির ফলে এসব জমি প্রথমত বায়তুলমালের আওতাভূক্ত হয়েছে অতঃপর সরকার কৃর্তক ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে তা মুসলমানদের প্রাথমিক মালিকানাভূক্ত জমিতেই পরিণত হয়েছে। আর মুসলমানদের জমিতে তো উশরই আরোপ করতে হয়। কাজেই এগুলো সব উশরযোগ্য জমি। অনুরূপভাবে যে সব জমি পাকিস্তান হওয়ার আগে অনাবাদী ছিল, কারো ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভূক্ত হয়নি, অতপর সরকার তাতে সেচের ব্যবস্থা করে আবাদযোগ্য করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে মূল্যের বিনিময়ের কিংবা বিনামুল্যে বিতরণ করেছে। সেসব জমিও যেহেতু মুসলমানদেরই প্রাথমিক মালিকানাভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, কাজেই তা উশরযোগ্যই সাব্যস্ত হবে।"

সন্দেহ দেখা দিলেও উশর দেয়াই নিরাপদ

১৭০ পৃষ্ঠায় দেওবন্দের প্রধান **মুফতী হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান** সাহেবের দুটো ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো-

“ভারতে যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে, তা উশরযোগ্য কেননা মুসলিম ভূসম্পত্তিতে উশরই মূল কথা। কোন সন্দেহ দেখা দিলেও উশর দেয়াই নিরাপদ।”

দ্বিতীয় ফতোয়াটা এরূপঃ

“ভারতের সকল জমিতে একই বিধি প্রযোজ্য নয়। তবে যে জমি মুসলিম মালিকানাভুক্ত, তাতে উশর দিতে হবে। মুসলমানদের উশর দেয়া উচিত।”

রাজস্ব-খাজনা দিলেও যাকাত উশর আদায় হবে না

এরপর ১৮২ পৃষ্ঠায় মুফতী মুহাম্মদ শাফী সাহেব ‘সরকারী রাজস্ব প্রদানে উশর আদায় হবে না” শিরোনামের অধীন লিখেছেনঃ

“সরকার যদি মুসলিম জনগণের কাছ থেকে যাকাত ও উশর ঠিক যাকাত ও উশরের নামেই এবং যাকাত ও উশর সংক্রান্ত ইসলামী বিধান অনুসারেই আদায় করে আর সেই অনুসারেই তা ব্যয় করার সংকল্প ঘোষণা করে তাহলে ইসলামী সরকারকে প্রদত্ত এই যাকাত ও উশর শরিযত অনুযায়ী যাকাত ও উশর বলেই গণ্য হবে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত যে আয়কর আদায় করে থাকে তা যাকাতের নামেও আদায় করা হয় না, যাকাতের বিধান অনুসারেও নেয়া হয় না। যাকাতের নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করার অঙ্গীকারও সরকার দেয় না। অনুরূপভাবে সরকার যে ভূমি রাজস্ব আদায় করে থাকে, তাও উশর খারাজের শরীয়তী বিধি অনুসারে আদায় করে না। ওটাকে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার জন্যও সরকার কোন অঙ্গীকার ঘোষনা করে না। তাই মুসলিম সরকারের আরোপিত আয়কর বা অথবা সরকারী ভূমি রাজস্ব দিলেও যাকাত ও উশরের ফরজ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়না।”

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এরও একটা ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। মাওলানা থানবীকে জানানো হয়েছিল যে, কোন কোন আলেম সরকারী খাজনা দিলে উশর আদায় হয়ে যায় বলে অভিমত দিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার দৃষ্টিতে সঠিক মত কোনটা? মাওলানা থানবী (রহঃ) জবাবে বলেনঃ আমিতো এটাই জানি যে, এতে আদায় হয়না, যেমন আয়কর দিলে যাকাত আদায় হয়না। উক্ত আলেমগণ কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন আমার জানা নাই।"

এই গ্রন্থের পরবর্তী এক স্থানে মুফতী আযীযুর রহমানেরও একই অভিমত তুলে ধরা হয়েছে। "ইলমুল ফিকাহ" নামক গ্রন্থের চতুর্থ কন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার মাওলনা আব্দুশ শাকুর লাখনবী বলেনঃ

"সরকারী ভূমি রাজস্ব বাবদ যা দেয়া হয় তা উশর বলে গণ্য হতে পারেনা। কেননা তা উশরের নির্ধারিত খাতে ব্যয় হয়না। কাজেই এটা দিলে উশর থেকে অব্যাহতি পওয়া যাবে না।

সর্বাবস্থায় উশর বা অর্ধউশর বাধ্যতামূলক

সর্বশেষে **মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ নাযীর হোসাইন দেহলভীর** গ্রন্থ "ফতোওয়ায়ে নাযীরিয়া" প্রথম খন্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠা থেকে একটা উক্তি উদ্ধৃত করবো। ইনি আহলে হাদীস গোষ্ঠীর কাছে সবচেয়ে বড় আলেম গণ্য হয়ে থাকেন। উক্তিটি হলোঃ

'উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক জমির উৎপন্ন ফসলে উশর কিংবা অর্ধ উশর (ক্ষেত্র বিশেষ) দেয়া বাধ্যতামূলক যদি জমির মালিক মুসলমান হয় এবং উৎপন্ন ফসল নিসাব পরিমাণ হয়। জমি খারাজ যোগ্য হোক বা উশর যোগ্য হোক, জমি ফসলের

মালিকের মালিকানাভুক্ত হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় উশর অথবা অর্ধ উশর বাধ্যতামূলক। কারণ উশর বাধ্যতামূলক হওয়ার পক্ষে শরীয়তের যেসব দলীল রয়েছে তা উল্লিখিত সর্ব প্রকারের জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" (লেখকঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী।)

খাজনা বা ভূমিকর খারাজ বা উশরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনা। খাজনা বা ভূমিকর দিয়ে কেউ বলতে পারেনা যে, আমি খাজনা বা ভূমিকরের মাধ্যমে উশর বা খারাজ পরিশোধ করে দিয়েছি। হানাফী ফিকাহবেত্তাদের এ অভিমত যে, তারা উশর প্রদানের আগে ফসল থেকে কৃষি ব্যয় কর্তন করা সঠিক মনে করেন না। তবে খাজনা বা ভূমিকরের ব্যাপারটা কৃষি ব্যয় থেকে ভিন্ন। কারণ এটা সেই আমলে বিদ্যমান ছিলনা যখন ফকীহগণ কৃষি ব্যয় কর্তন না করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া এক হিসেবে খাজনা বা ভূমি কর কৃষি ব্যয়ের পরিবর্তে একটা কৃষি কর বিশেষ। কেননা কৃষি ব্যয় বলতে ভূমি উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বাবদ যে ব্যয় হয় তাকেই বুঝায়। তাই উশর হিসেব করার আগে যদি কেউ ফসলের মূল্য থেকে খাজনা ও ভূমিকর দিয়ে দেয়, তাতে দোষের কিছু নেই।

এটা আমার একার মত নয়, আলেম সমাজও এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও আপিনি ইচ্ছা করলে এ বক্তব্য আগ্রাহ্য করতে পারেন এবং সসগ্র ফসলের ওপর খাজনা ও ভূমিকর কর্তন না করেই উশর দেয়া উত্তম। এতে গরীবদের উপকার আরো বেশী এবং শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে যত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততই ভালো। (তরজুমানুল কুরআন আগষ্ট- ১৯৬৭)

উশরযোগ্য ফসল কি কি?

ইমাম আবু হানীফার মতে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন করা হয় এবং একেবারেই মূল্যহীন ও বেচাকেনার অযোগ্য নয় এমন যে কোন কৃষিজাত দ্রব্যের ওশর দিতে হয়। অন্য কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিস কয়েকটি নির্দিষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর বিশেষ শর্ত ও গুণাগুণ সাপেক্ষে উশর দেয়া বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন। যেমন, তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া চাই এবং শুকিয়ে গুদামজাত করা যায় এমন হওয়া চাই। কেউ কেউ এ সংখ্যা চার বা ততোধিক নির্দিষ্ট করে তার নামের তালিকাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে ইমাম আবু হানিফার মতামতই অগ্রগণ্য। এর পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ দলীল প্রমাণ বিদ্যমান। আধুনিক ও প্রাচীন অনেক হানাফী আলেমও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। দলীল প্রমাণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১. পবিত্র কুরআন কৃষি উৎপাদন থেকে আল্লাহর নামে ব্যয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার ভাষা সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক। যেমনঃ

....

“হে ঈমানদারগণ! যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যে সম্পদ আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে উদগত করেছি, তার মধ্য থেকে উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় কর।”

۞وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٍ مَّعْرُوشَـٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَـٰتٍ وَٱلنَّخْلَ
وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَـٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“তিনিই সৃষ্টি করেছেন নানা রকমের লতা ও বৃক্ষের বাগান,

খেজুরের বাগান, রকমারি খাদ্য ফসলের ক্ষেত, যাইতুন ও ডালিমের গাছ-যা দেখতে এক রকম ও স্বাদে বিভিন্ন রকমের। এসব ফসল যখন উৎপন্ন হয় তখন তা খাও এবং ঘরে তোলার সময় তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।" (আল আনয়াম- ১৪১)

এসব আয়াতে যে ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সর্বব্যাপী। উপরন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে কৃষিজাত দ্রব্য, বাগান, ফসল, আঙ্গুর, যাইতুন, ও ডালিমের উল্লেখ করা হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এমন কোন সহীহ হাদীস যদি থাকতো, যা এই সর্বব্যাপী নির্দেশকে বিশেষ কয়েকটি জিনিষের ভেতর সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করে দিত, তাহলে সেই হাদীস অনুসারেই এর প্রয়োগ হতো। কিন্তু তেমন কোন হাদীস বিদ্যমান নেই।

ফিকহুয যাকাতের বক্তব্য

আল্লামা ইউসূফ কারজাভী স্বীয় গ্রন্থ 'ফিকহুয যাকাতে'র ইসলামের যাকাত বিধান" প্রথম খন্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় ইমাম রাযীর তাফসীর থেকে উপরোক্ত অংশ উদ্ধৃত করার পর এর সর্ব শেষ বক্তব্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ

"কিন্তু শাক সবজী ও তরিতরকারী সংক্রান্ত এই হাদীসটি বিশুদ্ধতার মানের দিক দিয়ে এমন নয় যে, আয়াতে যেখানে সর্বব্যাপী ফসলে যাকাত আরোপ করা হয়েছে সেখানে এর ভিত্তিতে কতিপয় শ্রেণীকে বাদ দেয়া যেতে পারে। তাই ইমাম রাযীর ন্যায় আমার মতেও ইমামা আবু হানিফার যুক্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল।"

আম, আপেল জাতীয় ফসলের উশর

ফিকহুয যাকাতের এই যায়গায় আল্লামা ক্কারজাভী বিভিন্ন মাযহাবের তুলনামুলক পর্যালোচনা করে বলেনঃ

উশর সম্পর্কে ইমাম আবু হাবিফার নীতিই সবচেয়ে উত্তম ও অগ্রগন্য। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয় (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাম্মদ (রহঃ), দাউদ হাজেরী (রহঃ) এবং ইবরাহীম নাখয়ীর অভিমতও এই যে, মাটি থেকে উদগত যে কোন ফসলেরই উশর দিতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত দ্ব্যার্থহীন ভাষায় উচ্চারিত সর্বব্যাপী উক্তি এ বক্তব্যেরই সমর্থন করে এবং যাকাতের সামগ্রিক বিধানের সাথেও তা সমঞ্জস্যপূর্ণ। গম ও যব উৎপাদনকারীর ওপর উশর আরোপিত হবে, আর আম ও আপেলের বাগানে উশর আরোপিত হবেনা-এটা আমার মতে ইসলামী বিধান প্রণয়নের পিছনে যে গভীর প্রজ্ঞা ও মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয়, তার পরিপন্থী। যেসব হাদীসে চারটি খাদ্য ফসলের মধ্যে উশরকে সীমিত করা হয়েছে তার কোন একটি হাদীসও নিখুঁত নয়। কোনটির সনদ দুর্বল কিংবা বিচ্ছিন্ন। আবার কোনটির সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত না পৌছে সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে থেমে রয়েছে।

প্রতিটি কৃষি উৎপাদনে উশর ফরজ

ইমাম আবু হানীফা এ আয়াতটি দর্পণের মত সামনে রেখেছেন এবং সত্যদর্শিতার চেতনা নিয়ে প্রতিটি কৃষি উৎপাদনে উশর বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন-চাই তা খাদ্য জাতীয় হোক বা না হোক এবং গুদামজাত করার যোগ্য হোক বা না হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও স্বীয় সর্বব্যাপী উক্তিতে এ কথাই বলেছেন যে..............................

“অর্থাৎ বর্ষণসিক্ত ভূমির ফসলে উশর ও জলাশয় সিঞ্চিত ভূমির ফসলে অর্ধ উমর দিতে হবে।”

আল্লামা ইউসূফ কারযাভীর অভিমত হলো এগুলো কৃষিজাত ও খামারজাত দ্রব্য বিধায় এতে উশর কিংবা অর্ধ উশর ধার্য হওয়াই সঙ্গত। এই অভিমতের সপক্ষে তিনি প্রাচীন ইমামদের কিছু কিছু উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। আমিও এই শেষোক্ত অভিমতটিই সমর্থন করি। তবে আমার মতে এ অভিমতকে আরো একটু বিস্তারিত রূপ দিতে গেলে সেটা এ রকম দাঁড়াবে যে, যে ব্যক্তি খামার বা বাগানের মালিক অথবা বর্গা চাষ প্রভৃতি নিয়মে কৃষি উৎপাদনে অংশীদার, সে যদি ফসল বা ফল বিক্রী করে তবে নিজের উৎপন্ন ফসলে উশর ১/১০ অথবা অর্ধ উশর ১/২০ প্রদান করবে। যে ব্যক্তি খামার বা বাগান বন্ধক নিয়েছে, সে বন্ধকের টাকা কেটে রেখে বাদবাকী ফসলে উশর কিংবা অর্ধ উশর দেবে। কিন্তু জমির ফসল বা বাগরেন ফলমূল একবার বিক্রী হওয়ার পর তা যখন বাজারে পন্য হিসেবে পুনরায় বিক্রি হবে, তখন তাতে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আরোপিত হবে।

আহলে হাদীস মতে

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী আখ, কলাই, বুট ইত্যাদিতেও উশর বাধ্যতামুলক বলে মত দিয়েছেন।

আমাদের দেশের আহলে হাদীস গোষ্ঠীভূক্ত আলেমগন গম, যব, আঙ্গুর, ও খেজুর এই চারটি প্রধান জিনিস বাদে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য যেমন আখ, ছোলা ইত্যাদিতেও উশর বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছেন। কেউ কেউ ফলমূল ও সব্জী তরকারীকেউ উশরযোগ্য বলেছেন। ফতোয়ায়ে সানাইয়া প্রথম

খন্ডের যাকাত আধ্যায়ে এ ধরনের একাধিক ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে।

মাওলানা আবুল কালাম বেনারসীর ফতোয়া এই যে, আখে উশর কিংবা অর্ধ উশর দিতে হবে । মাওলানা সানাউল্লাহ সাহেবও এই মত সমর্থন করেছেন। কেননা আবু দাউদ শরীফে ইয়ামনের ভূমি সংক্রান্ত অধ্যায়ে তুলাতেও উশর আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ধান, ভুট্টা, আখ ইত্যাদিতেও তার মতে উশর দিতে হবে।

মাওলানা শামছুল হক আযীমাবাদী এবং মাওলানা আব্দুর রউফও এই ফতোয়ায় একমত হয়েছেন। মাওলানা শারফুদ্দীনের এক পৃথক ফতোয়া অনুসারে যাবতীয় ফসল ও যাবতীয় ফলমূল যথা- আম, ডালিম, আপেল ইত্যাদিতেও উশর অথবা অর্ধ উশর দিতে হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর উপসংহারে তিনি বলেন-

“সুতরাং প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রমাণ্য দলীল অনুসারে প্রত্যেক কৃষি দ্রব্যেই উশর অথবা অর্ধ উশর দিতে হবে। শাক সবজী ও তরিতরকারী উশরযোগ্য নয় এই মর্মে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার কোনটাই সঠিক নয়। এটা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত ঘরে। কাজেই ঐ সব মত অনুসারে কাজ করা চলবেনা। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ওগুলো সঠিক হবে ঐ শাক সবজী ও তরিতরকারীর অর্থ হলো নিজেদের খাওয়ার জন্যে যে সব শাক, পাতা লাউ ইত্যাদি স্বল্প পরিসরে ফলানো হয়। খামারের পর খামার ও একরের পর একর জুড়ে হাজার হাজার টাকার যে ফসল ফলানো হয়, তা কখনো উশর থেকে বাদ পড়তে পারেনা। এটা কুরআন ও হাদীস ও সাধারণ বিবিক বুদ্ধি উভয়েরই পরিপন্থী। মূলা, গাজর, শালগম, আলু, আখ,

তরমুজ, খিরাই ইত্যা থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়ে থাকে।” (ফতোয়ায়ে সানাইয়া, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫৪- ৭৪।

“আল মুহাল্লা” ৫ম খন্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজম বলেন, ফসল উৎপাদন, কাটা ও মাড়াই, মাটি খনন, সার প্রয়োগ ও জাতীয় অন্যান্য ব্যয় উশর দেযঅর আগে বাদ দেয়া জায়েয নয়। তাঁর মতে, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা এবং জাহেরিয়া মাযহাবের ইমামদের অভিমতও তাই।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি তথা ট্রাক্টর, থ্রাসার, টিউবওয়েল ইত্যাদির বিধানও তদ্রুপ। এগুলোর মূল্য বা ভাড়ার টাকার মোট উৎপন্ন ফসল থেকে বাদ দেয়া যাবেনা। অন্যথায়, সাধারণ কৃষকের হালের বলদ ও কুয়া খননের খরচও বাদ না দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা। টিউবওয়েল বা কুয়ার কিংবা খাল-নালা সিঞ্চিত জমির সেচ কর উশর দেয়ার আগে কর্তন করা অবৈধ এ কারণে যে, এ ধরণের কৃত্রিম ও শ্রমসাপেক্ষ সেচের জন্য প্রথমেই উশরে রেয়াত দিয়ে অর্ধ উশর করে দেয়া হয়েছে। অনেকে বলেন, আমরা টিউব ওয়েল ও টক্টরে পঞ্চাশ হাজার বা লাখ টাকা ব্যয় করেছি। এসব ব্যয় না পুষিয়ে উশর দেয়া কিভাবে সম্ভব? এ কথার যৌক্তিকতা মেনে নিলে তো এ কথাও উঠবে যে, আমি এক লাখ বা দু’লাখ টাকায় জমি কিনেছি। জমির এ দাম না ওঠা পর্যন্ত উশর নেয়া কেন? এ ধরনের টালবাহানা একজন ব্যবসায়ীও করতে পারে যে, আমি দোকান বা কারখানা স্থাপনে এত টাকা ব্যয় করেছি। কাজেই আমার বাণিজ্যিক পণ্যে আপাতত যাকাত ধার্য না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবে ধনীরা নিরাপদ আর গরীবরা বঞ্চিত হতে থাকবে।

একজন বৃহৎ জমিদার যেমন যান্ত্রিক উপকরণ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে একদিকে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় এবং অপরদিকে বিপুল বাড়তি ফসল উৎপাদন করে, তেমনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক নিজের হাত, পা ও গবাদী পশু ব্যবহার করে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য করার কোন যৌক্তিকতা বা শরীয়ত সম্মত ভিত্তি নেই। তবে সরকারী খাজনা তথা ভূমিকর (সেচের নয়) উশরের আগে পরিশোধ করা নতুন ও প্রাচীন বহু ফেকাহবীদই অনুমোদন করেছেন। এর সপক্ষে তাদের প্রমাণ হলো, খাজনা সরাসরি ভূমি উন্নয়ন, অধিক ফসল ফলানো বা কৃষি ব্যয়ের সাথে জড়িত নয়। তাই উশরের হিসাব করার আগে এটিকে উৎপাদন থেকে বাদ দেয়াতে কোন আপত্তি নেই। **(তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮)**

উশর ও যাকাতের পার্থক্য

“[illegible] অর্থ যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণে বেশী হয়। অতএব যাকাত হচ্ছে বরকত। যা পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়।”

আল মুয়াজ্জামুল ওসিয়াত পৃঃ- ৩৯৮

“যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা।” (লেসানুন আরব)সাাদকা শব্দটির কুরআনের মাদানী সুরা গুলোতে ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

সাদকা ও যাকাত কুরআন ও সুন্নায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আত্তাওবার ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে- “তাদের ধন-মাল থেকে সাদকা গ্রহন কর। তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন করবে। ”

মিসকিনকে খাবার দেয়া ঈমানের অঙ্গ। তাদেরকে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। কুরআনে ভিখারী, মিসকিন, বঞ্চিত ও নিঃস্ব পথিকদের অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

যাকাত ইসলামের তৃত্বীয় স্তম্ভ। যাকাত অমান্যকারী কাফের। হারাম সম্পদের যাকাত হয় না। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য আহলে নেছাব ও ১ বছর সময় অতিক্রম করা শর্ত।

যেসব জিনিসে ওশর ও যাকাত আদায় করতে হয়- মধু, রেশম, দুধ, খোণী, পুঁজি, মাটির নীচের সম্পদ, ফ্লাট বাড়ী, শীল্পকারখানা, মৎস সম্পদ, ভাড়াবাড়ী, সশ্য ফল, শেয়ার ও বন্ড, উট, গরু ছাগল, দুম্বা।

‘উশর জমির যাকাত বটে, কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। তাই ইসলামে উশরকে যাকাত থেকে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছেঃ

(এক) উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়ঃ জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাণ করার সংগে সংগেই সেই সফলের উপর উশর দেয়া ফরজ হয়ে যায়। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এই পার্থক্যের কারণে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি পসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে উশর ফরজ হয়।

(দুই) উশর ফরজ হওয়ার জন্য ঋণ মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকতা ফরজ হয়। কিন্তু উশর আগে বের করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(তিন) উমর ফরজ হওয়ার জন্য সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক (আকেল ও বালেক) হওয়া শর্ত নয়। নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলেও উশর ফরজ হয়। কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না।

(চার) উশর ফরজ হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়, শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কোন কারও জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল হাসিল করে, অথবা ওয়াকফ কৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে উশর ফরজ হয়। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।' (মরহুম মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী রচিত 'উশর' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)

দাওয়াতের সাথেই উশর-যাকাত এর নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে মানুষকে তার গোলামী স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ঈমানদার ব্যক্তিকে নামাযের দাওয়াতের সাথে সাথে যাকাতের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

....

নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও একই সাথে বলে দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ শারীরিকভাবেই শুধু নয়, আর্থিক নির্দেশসহ সকল নির্দেশ মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। আবার তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য যে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে প্রথমে মালের কুরবাণীর জন্যই আহবান জানানো হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করার সময় তাদের কাছে উশর যাকাত আদায়ের কথাও রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলে দিয়েছেন।

কুরআন, হাদীস ও সাহাবাদের আমল থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে একজন লোককে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সময় আর্থিক এবাদাতের জন্যও আহবান পেশ করতে হবে।

তাই যারা দায়ী ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত তাদের এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পেম করতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল করা

দরকার যে ব্যক্তির কাছে দাওয়াত পেশ করছি তার অর্থগুলো শয়তানের পথে হয়ে যাচ্ছে। যত শীঘ্র তার অর্থ আল্লাহর পথে খরচ হতে পারবে তত শীঘ্র সে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে। আর তার অর্থ কুরবাণীর সওয়াব এর সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ দাওয়াত দানকারীকেও দিবেন। অতএব দাওয়াত দেয়ার সময় মাল কুরবাণীর দাওযাতও দিতে হবে।

উশরের অর্থ খরচ করার খাত

সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে তাতে আট শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছেঃ

১. ফকীরঃ খুবই টানাটানির ভিতর দিয়ে যাদের জীবন অতিবাহিত হয় সে জন্য চাইতে লজ্জা করে না।
২. মিসকীনঃ যাদের অবস্থা আরও খারাপ কিন্তু পরের নিকট হাত পাততে লজ্জা করে।
৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারীঃ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারদিের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে।
৪. মন জয় করাঃ ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি অথবা ইসলামের বিরোধীতা বন্ধ করার জন্য মন রক্ষা করার খাতে যাকাতের টাকা যেদয়া যাবে।
৫. গোলাম ও কয়েদীদের মুক্তিদান-এর কাজে টপাকা দেয়া যাবে।
৬. ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ করার খাতে এ টাকা দেয়া যাবে।
৭. আল্লাহর পথে-অত্যন্ত ব্যাপক শব্দ যা প্রতিটি নেক কাজেই যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। বিশেষভাবে এর অর্থ হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে সাহায্য করা। আল্লাহর বিধান চালু করার সংগ্রামে অর্থ সাহায্য করাই এর আসল অর্থ।

৮. পথিক প্রবাসী ঃ অভাবগ্রস্থ পথিক প্রবাসীকে যাকাতের টাকা দিতে হবে। রাষ্ট্র প্রধান সকলের নিকট থেকে আদায় করে সমষ্টিগতভাবে খরচ করবেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র না থাকার কারণে সঠিকভাবে যাকাত- উশর আদায় ও বন্টন হতে পারছে না। তাই আল্লাহর আইন চালু করার সংগ্রামের খাতের (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর খাতের) উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশটি (আয়াতটি) আমল করা যায়।

যাকাত বিভাগীয় কর্মচারীর খাত, মন জয় করা খাত, কয়েদী মুক্ত খাতসহ অন্যান্য যেসব খাত পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে হয় সে সব খাতের টাকা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লাগিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি আল্লাহর আইন মেনে চলার সুযোগ লাভ করা যেতে পারে।

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেছেনঃ “আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংশের মুখে নিক্ষেপ করো না।”- এ আয়াতটি (আল্লাহর পথে) খরচ করার বিষয়ে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)

দানের ক্ষেত্রে হিংসাও করা যায়

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন দুজন লোক ছাড়া কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হচ্ছে সেই লোক যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতাও দিয়েছেন অপরজন যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও বিচার শক্তি দিয়েছে্নে যার সাহায্যে ফায়সালা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারী মুসলিম)।

এখানে অন্যের সুখ সমৃদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাক এরূপ কামনা করা অর্থে হিংসা ব্যবহৃত হয় নাই। বরং অন্যের সুখ সমৃদ্ধ ধ্বংস কামনা না করে তার মত আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক- এখানে এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে।

উশর যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে

ইসলামে সমস্ত কাজেই দলগত ও সামষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রমূলক বিচ্ছিন্নতা ইসলাম সমর্থন করে না। মসজিদ হতে দূরে অবস্থানরত কোন মুসলমান যদি একাকী নামায পড়ে তবে নামায হবে বটে- কিন্তু ইসলামী শরিয়তে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমান জামায়াতের সাথে নামায আদায় করুক ইহাই শরিয়তের কাম্য। কালামে পাকে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম কে মুসলমানদের নিকট হতে মাল (উশর- যাকাত) উসুল করতে আদেশ দিয়েছেন। তওবা- ১০৩

মুসলমানদের কে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগতভাবে আদায় করতে বলা হয়নি। উপরন্তু যাকাত আদায়ের কর্মচারী খাত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে যাকাত রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ হতে আদায় করা হবে ও সমষ্টিগতভাবে তা খরচ করবে। নবী করীম (সঃ) ও একথা বলেছেনঃ

....

অর্থাৎ তোমাদের ধনীদের নিকট হতে উশর যাকাত আদায় করে তোমাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। নবী (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। (যাকাতের হাকীকত পৃঃ ২১৭)।

উশর যাকাতের ফান্ডে কত টাকা আসতে পারে

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত ইধহমষধফবংয ঊপড়হড়সরপ জবারবি-২০০৮ প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে শুধু স্থায়ী সন্চঞ্চয় এর পরিমাণ ৬১২২১ কোটি টাকা যার যাকাত আসে ১৫৩০ কোটি টাকা (দেখুন-**ইধহমষধফবংয ঊপড়হড়সরপ জবারবি-২০০৮** পৃষ্ঠা-২৬৩)।
বাংলাদেশের (১৯91 সালে) তদানীন্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেব দারিদ্র মোচন ও বেকার পূণর্বাসন করার জন্য একটি কমিটির উপর দায়িত্ব দেন। তারা হিসাব করে বলেন যে এ খাতে বছরে ১৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। আবার ঐ সময়ে একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান দেখেছে ব্যাংকগুলোর জমাকৃত টাকা উপর ২.৫% হারে যাকাত আদায় করলে বছরে ২০০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। দেখা যায় দেশে শুধু যাকাত চালূ হলে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূর করার পরেও ২০০ কোটি টাকা উদ্বৃত থাকে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকের ধান, পাট, গম, আখ, তুলা, চা সহ বিভিন্ন ফসল ও ফলমুল ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়। এগুলোর উশর বের করা হলে অনুরূপ আরো ১০০০ কোটি টাকা আসতে পারে।
একজন ইসলামী অর্থনীতিবিদের মতে বর্তমান বছরে ২০০৯ সালে ব্যাংকের আমানতের যাকাত ও উশরযোগ্য ফল-ফসল ধান, পাট, গম, আখ, তুলা, চা, ভুট্টা, ইক্ষু, আম, কাঠালসহ

সকল কৃষিজাত দ্রব্য এবং গরু, ছাগল, মুরগী, মাছ, পাখী**ব্যবসাজাতপ্রাণী**, সেইসাথে সংরক্ষিত সোনা ও নগদ টাকার উশর যাকাত বের করলে বছরে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা আয় হবে।

বাংলাদেশে শুধু যাকাত উশর চালূ হলে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূর করার পরেও উন্নয়ন খাতের জন্য টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। কোটি কোটি টাকা যাকাত-উশর থেকে দেশের অসহায় গরীব ফকির, মিসকীন বঞ্চিত হচ্ছে। ধনীকে আরো ধনী গরীবকে আরো গরীব বানানোর সুদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

সার সংক্ষেপ

(এক) মোট উৎপন্ন ফসলের উশর আদায় করতে হবে। উশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসল থেকে কৃষির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে।

(দুই) ফসল যখনই ব্যবহারযোগ্য হবে তখনই তার উপর উশর ওয়াজেব হবে। যেমন ছোলা, মটর, আম প্রভৃতি পাকার পূবেই ব্যবহার হতে থাকে। অতএব এখন যে পরিমাণ হবে তার উশর বের করতে হবে। উশর বের করার পূর্বে তা ব্যবহার করা দুরস্ত নয়।

(তিন) বাগানে ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করলে উশর খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে। পাকার পর বিক্রি করলে উশর বিক্রেতার ঘাড়ে পড়বে।

(চার) জমিতে যে চাষ করবে উশর তার উপহে ওয়াজিব হবে তা সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক অথবা বর্গা নিয়ে চাষ করুক।

(পাঁচ) দুজন মিলে চাষ করলে উশর উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে তা যদি বীজ একজনের হয় তবুও।

(ছয়) ফসল কম হোক বেশী হোক উশর দিতে হবে।

(সাত) উশরে বছর পূর্ণ হবার শর্ত নেই। বরং যে জমিতে বছরে দুবার ফসল হয়, তার প্রত্যেক ফসলে উশর দিতে হবে।

(আট) নাবালেগ শিশু ও পাগলের ফসলেও উশর ওয়াজিব।

(নয়) ওয়াকফ করা জমি চাষ করলে চাষীর উপর উশর ওয়াজিব হবে।

(দশ) বৃষ্টির পানিতে আবাদকৃত জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ কার্য করলে তার উশর নির্ধারণে এ বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবে যে স্বাভাবিক বর্ষণের সে জমি অধিক উর্বরতা লাভ করেছে না সেচের কারণে।

(এগার) ওশর ফসলের আকারেও দেয়া যায় অথবা তার মূল্যও দেয়া যায়।

(বার) যে সব জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে তা উশরি এবং তার উশর দিতে হবে।

(তের) জমির খাজনা দিলে উশর মাফ হয় না।

(চৌদ্দ) যাকাত যেসব খাতে ব্যয় হয়, উশরও সেসব খাতে ব্যয় করতে হবে।

প্রামান্য গ্রন্থ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। তাফহীমুল কুরআন - মাওলানা মওদুদী (রঃ)

২। রাসায়েল ও মাসায়েল - মাওলানা মওদুদী (রঃ)

৩। ফিকহ মুহাম্মদী - আল্লামা মহীউদ্দীন

(মাওলানা সামাউন আলী অনুদিত)

৪। আসান ফিকাহ - মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী

৫। উশর - মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী

৬। যাকাতের হাকীকত - মাওলানা মওদুদী (রঃ)

৭। ইসলামের যাকাত বিধান - আল্লামা ইউসূফ আলকারযাভী

৮। আল্লাহর পথে খরচ - স্বলিখিত

যাঁদের কাছ থেকে এবং যাঁদের লিখনী থেকে সহযোগীতা পেয়েছি আল্লাহ তাদের সকলকেই উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দান করুন আমীন।--

ওয়া আখের দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অবশেষে বলতে হয় যে, আল্লাহর যমীনে যখন আল্লাহর কোন বিধান কায়েম না থাকে তখন সেটা কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। এমনকি তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদে হয়ে পড়তে হবে।
নামায যেমন ফরজ উশরও তেমন একটি ফরজ। অতএব এটা প্রিতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তাহলে সকলকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে।
বর্মান তুগুতগুলো এসনব প্রতিষ্ঠা হতে দিচ্ছে না। ফলে এসব তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হলেও আল্লাহর এ বিধান প্রতিষ্ঠা করা সকল মুসলমোনের উপর ফরজ।

মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ উসমানী, ফিকহুল জিহাদ ফাউণ্ডেশন, ঢাকা।